রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৩ সনের ৪৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৮, ২০১৩

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৪৭—৭৬৫
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫২১—১৫৫২
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৬৫—২৬৬
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫০৯—১৫৫১
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৮১
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
কল্যাণ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ কার্তিক, ১৪২০/২৮ অক্টোবর ২০১৩

নং ০৫.১২৩.০৩৫.০০.০০.০০৫.২০০৮(অংশ-১)-২৯৫—আদিষ্ট হয়ে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন-১ অধিশাখার ০১-১০-২০১৩ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬১.০০.০০.০১৫.১৩-২২৪ নং স্মারক, ২৭-১১-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ সচিবালয়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের হিসাব রক্ষক, কোষাধ্যক্ষ ও সহকারী হিসাব রক্ষক পদের পরিবর্তিত পদনামের বিপরীতে বেতনস্কেল নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণে সরকারের মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি ঃ

বর্তমান পদ নাম	পরিবর্তিত পদ নাম	বর্তমান বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯)	পুনঃনির্ধারণকৃত বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯)
হিসাব রক্ষক	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৬৪০০—১৪২৫৫	৮০০০—১৬৫৪০ (১০ম গ্রেড)
কোষাধ্যক্ষ	কোষাধ্যক্ষ	৫৯০০—১৩১২৫	৬৪০০—১৪২৫৫ (১১তম গ্রেড)
সহকারী হিসাব রক্ষক	হিসাব রক্ষক	৫৫০০—১২০৯৫	৫৯০০—১৩১২৫ (১২তম গ্রেড)

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সরকার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জনস্বাস্থ্য-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ অক্টোবর ২০১৩

ভূমিকা

নং স্বাপকম/জনস্বাস্থ্য-৩/নিরাপদ রক্ত-০৩/২০০৯/৩০৩— আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে রক্ত পরিসঞ্চালনের গুরুত্ব অপরিসীম। HIV/AIDS এর ব্যাপকতা সর্বসাধারণের মধ্যে রক্ত পরিসঞ্চালনজনিত সচেতনতাসহ সৃষ্টি করেছে জরুরী প্রয়োজনে নিরাপদ রক্ত এবং রক্ত উপাদানের সঠিক প্রয়োগের। কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত সমন্বিত উন্নত আধুনিক রক্তপরিসঞ্চালন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই কেবলমাত্র স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন সম্ভব।

এ লক্ষ্যে সরকার বিগত বছরগুলোতে অত্যন্ত দৃঢ়তারসাথে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকার ২০০২ সনে মহান জাতীয় সংসদে "নিরাপদ/রক্ত পরিসঞ্চালন আইন-২০০২" পাস করে। এ আইনের আওতায় "জাতীয় নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কাউন্সিল" গঠনসহ লাইসেন্সিং কার্যক্রম চালু হয়েছে। নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০০২ সন থেকে "নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কর্মসূচীর" আওতায় রক্তের স্ক্রীনিং, জনবল প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম চালু রয়েছে। "নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কর্মসূচীর" কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে জনবলের অপ্রতুলতা, ভৌত অবকাঠামোর অভাব, পরীক্ষাসমূহের মানসম্পন্নতাসহ অন্যান্য বিষয়ের উন্নয়নের তাগিদ অনুভূত হয়েছে বারংবার।

এ সকল কার্যক্রমের সমন্বয় ও রোগীর জন্য নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ৩রা এপ্রিল ২০০৫ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কাউন্সিলের প্রথম সভায় "নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন-২০০২" এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ধারা-৫ এর আলোকে সমন্বিত রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবস্থাপনার জন্য দিকনির্দেশনামূলক ন্যাশনাল ব্লাড পলিসি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ লক্ষ্যে তিনটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। তিনটি উপ-কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া ন্যাশনাল ব্লাড পলিসি-পাঁচ সদস্যের রিভিউ কমিটিসহ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ (International Expert) এবং রক্ত পরিসঞ্চালনের অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে রিভিউ করা হয়। যা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কাউন্সিলের ২য় সভায় উত্থাপিত ও অনুমোদন হয় এবং মাননীয় সদস্যদের সম্মতিক্রমে Final খসড়া ন্যাশনাল ব্লাড পলিসি Cabinet কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়।

খসড়া ন্যাশনাল ব্লাড পলিসিতে ন্যাশনাল ব্লাড প্রোগ্রাম (National Blood Program) এর কার্যক্রমসহ পর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা, রেফারেন্স, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ও রিসার্চ ল্যাবরেটরী সম্বলিত একটি জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র (National Blood Transfusion Center) স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে সকল সরকারি ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারি রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রসমূহের সার্ভিসের মানসম্মতা ও ব্যবস্থাপনা মনিটরিং এর বিধান রাখা হয়েছে।

রক্ত পরিসঞ্চালন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ যেমন—রক্তের স্ক্রীনিং, রক্তদাতার কাউন্সিলিং, রক্তের ক্লিনিক্যাল ও যৌক্তিক ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক ও জাতীয় দুর্যোগকালীন রক্ত সরবরাহ, ইমিউনোগ্লোবিউলিন-ভেক্সিনসহ রক্ত-উপাদানসমূহের প্রাপ্যতা, ডোনার ম্যানেজমেন্ট, ডোনার ডাটাবেজ বিষয়সমূহের জন্য ন্যাশনাল গাইডলাইন তৈরীর বিধান রাখা হয়েছে যা আন্তর্জাতিক মানের রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবস্থাপনা তৈরীর জন্য সহায়ক। রক্ত পরিসঞ্চালন বিষয়ে সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণ, এনজিওদের সম্পৃক্ত করে স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রম গ্রহণ করে এ সার্ভিসকে ইনফরমেশন টেকনোলজিসহ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর আওতাভুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে কীটস্, রক্তের ব্যাগ এবং Plasma Derivatives উৎপাদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ন্যাশনাল ব্লাড পলিসি-নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন-২০০২ বাস্তবায়নের সহায়ক এবং একটি গাইডলাইন হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। তবে, ভবিষ্যতে কোন কার্যক্রম পরিচালনা, বাস্তবায়ন ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে ন্যাশনাল ব্লাড পলিসি ও আইনের মধ্যে কোন সাংঘর্ষিকতা উদ্ভুদ্ধ হলে আইনের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

ন্যাশনাল ব্লাড পলিসি নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইনের আওতায় প্রণীত এবং যা সকলের জন্য প্রকাশিত। ন্যাশনাল ব্লাড পলিসি সরকারী ও বে-সরকারী রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রের জন্য প্রযোজ্য হবে। ন্যাশনাল ব্লাড পলিসি নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য গাইডলাইন হিসেবে জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন সার্ভিসের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহায়ক হবে। ন্যাশনাল ব্লাড পলিসি জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির অংশ বিশেষ হিসেবে গণ্য হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় দাখিলকৃত ন্যাশনাল ব্লাড পলিসির বাংলা অনুবাদ সহ সারসংক্ষেপ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণের বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলায় ন্যাশনাল ব্লাড পলিসি প্রস্তুত করা হয় যা ২৫-০৬-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উত্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ০২-০৭-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় চূড়ান্ত খসড়া ন্যাশনাল ব্লাড পলিসি প্রস্তুত করা হয়।

১. উদ্দেশ্য ঃ

Human Immuno Deficiency Virus (HIV), Hepatitis B Virus (HBV), Hepatitis C Virus (HCV), Malaria এবং Syphilis সহ সর্বপ্রকার রক্ত পরিসঞ্চালন জনিত রোগ থেকে মানব দেহকে রক্ষার ব্যবস্থা করা।

কৌশল ঃ

১.১.১. নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন অনুযায়ী সকল দানকৃত রক্ত সংবেদনশীল (Sensitive), নির্দিষ্ট (specific), কার্যকরী ও নির্ভরযোগ্য (Reliable) পদ্ধতিতে বাধ্যতামূলকভাবে রক্ত পরিসঞ্চালনজনিত রোগের পরীক্ষা করতে হবে। পরীক্ষার নিমিত্তে সার্বক্ষণিক সকল ধরনের কীটস, রিএজেন্ট এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহের নিশ্চয়তার বিধান করতে হবে।

১.২. রক্তদাতা নির্বাচনের (Criteria for Blood Donor Selection) উপযুক্ততা নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

১.২.১. রক্তদান পূর্ববর্তী তথ্য এবং কাউন্সিলিং (Pre-donation Information & Councelling) প্রদান প্রথা চালু করতে হবে।

১.২.২. রক্তদাতার সকল ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফলের গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। রক্ত পরিসঞ্চালন-জনিত রোগ সংক্রান্ত চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল (Confirmatory Test) কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে রক্তদাতার নিকট প্রকাশ করতে হবে। প্রয়োজনে নিশ্চিত বা চূড়ান্তভাবে সংক্রমিত সনাক্ত রক্তদাতাদের (Confirmed Infected Blood Donor) সরকারীভাবে নির্ধারিত/অনুমোদিত কেয়ার ও সার্পোট সেন্টারে প্রেরণ করতে হবে।

১.২.৩. রেফারেল (Referral) কেন্দ্রসমূহে রক্তদাতাদের রক্ত পরিসঞ্চালনজনিত রোগের নিশ্চিত বা চূড়ান্ত পরীক্ষার (Confirmatory Test) ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১.২.৪. উল্লেখিত পাঁচটি রোগের পরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য রক্ত পরিসঞ্চালনজনিত রোগ সনাক্ত করার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

১.২.৫. জাতীয় গাইড লাইন অনুযায়ী লাইন সকল রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে রক্তদান সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শসহ এইচআইভিতে সংক্রমিত রক্তদাতাদের কাউন্সিলিং প্রদানের জন্য প্রশিক্ষিত কাউন্সিলরের সংস্থান রাখতে হবে।

১.২.৬. ব্লাড স্ক্রীনিংসহ (Blood Screening) অন্যান্য পরীক্ষার জন্য জাতীয় গাইড লাইন প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এর ব্যবস্থা করতে হবে।

১.২.৭. সকল রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে সংক্রমিত রক্ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপসারণ (Disposal) এবং ধ্বংস (Destroy) করতে হবে।

১.২.৮. রক্ত পরিসঞ্চালন সার্ভিসের জন্য বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (Biomedical Waste Management) সংক্রান্ত জাতীয় গাইড লাইন প্রস্তুত করতে হবে। ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (Waste Management) বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা এবং রক্তপরিসঞ্চালন কেন্দ্রে নিয়োজিত সকলকে এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.২.৯. রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে সঠিকভাবে বর্জ্য অপসারণ করার ব্যবস্থা নিশ্চিতসহ কেন্দ্রে কর্মরত ল্যাবকর্মীদের ব্যক্তিগত সার্বজনীন নিরাপত্তা সংক্রান্ত (Universal Safety Precaution) ও Biosafety Practice নীতিমালা সমূহ অনুসরণ ও নিশ্চিত করতে হবে।

২. উদ্দেশ্য ঃ

নিরাপদ রক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিসঞ্চালন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

কৌশল ঃ

২.১ সকল রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কমঝুঁকিপূর্ণ, সক্ষম এবং সুস্থ স্বেচ্ছা রক্তদাতা থেকে মানসম্পন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে জীবাণুমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করে রক্ত সংগ্রহ করতে হবে।

২.২ রক্ত ও রক্তের উপাদান (Blood & Blood Component) ন্যাশনাল গাইড লাইন অনুসারে সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সঠিকভাবে ও সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

২.৩ রক্ত ও রক্তের উপাদান (Blood & Blood Component) সমূহ স্থানান্তরের (Transportation) সময় সঠিক কোল্ড চেইন (Cold-Chain) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২.৪ রক্তের উপাদানসমূহ সহজপ্রাপ্য করার নিমিত্তে বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহের মধ্যে যোগাযোগসহ, বিনিময় (Replacement) ও স্থানান্তরের (Transportation) ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

২.৫ রক্তের উপাদান (Blood & Blood Component) এবং প্লাজমা প্রোডাক্ট (Plasma Product) কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী জীবন রক্ষার্থে ব্যবহার করতে হবে।

২.৬ রক্তের উপাদান প্রস্তুতকরণ, পৃথকীকরণ, সংরক্ষণ এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল গাইড লাইন অনুসরণ করতে হবে।

২.৭ চিকিৎসক ও হাসপাতালের অন্যান্যদের জন্য রক্তের ব্যবহার এবং রক্ত সংক্রান্ত চিকিৎসার (Clinical Use of Blood) একটি ন্যাশনাল গাইড লাইন থাকতে হবে যা সময় অনুযায়ী যুগপোযোগী করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৮ রক্তের ব্যবহার ও রক্ত সংক্রান্ত চিকিৎসার (Clinical Use of Blood) উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৯ হাসপাতালে রক্তের ব্যবহার এবং রক্ত সংক্রান্ত চিকিৎসার (Clinical Use of Blood) যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, ট্রান্সফিউশন অডিট (Transfusion Audit) এবং হেমোভিজিলেন্সসহ (Haemovigilence) তদারকী করার জন্য রক্ত পরিসঞ্চালন কমিটি গঠন করতে হবে।

২.১০ প্রাকৃতিক এবং জাতীয় দুর্যোগের সময় রক্ত সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি গাইড লাইন থাকতে হবে।

২.১১ প্লাজমা প্রোডাক্ট (Plasma Product) যেমন–ফ্যাক্টর-৮, ফ্যাক্টর-৯, ফ্যাক্টর-১০, ফ্যাক্টর-১১, এলবুমিন, ইনট্রাভেনাস ইমিইনোগ্লাবিউলিন (IVIG) ইনট্রামাসকুলার ইমিউনোগ্লোবিউলিন (IMIG), ভন উইলিব্রান্ড ফ্যাক্টর (Von Wilibrand Factor), প্রোথমবিন কমপ্লেক্স (Prothtrombin Complex), ফিবরিন গ্লু (Fibrin Glue), ভ্যাকসিন (Vaccine) ও অন্যান্য হিমোফাইলিক প্রোডাক্ট, রিকমবিনেন্ট প্রোডাক্ট (Recombinant Product) আমদানীর ক্ষেত্রে একটি জাতীয় গাইড লাইন থাকতে হবে এবং এ সকল আমদানী শুল্ক মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

২.১২ ব্লাড ও প্লাজমা প্রোডাক্ট (Blood & Plasma Product) রপ্তানীর ক্ষেত্রে জাতীয় গাইড লাইনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২.১৩ পর্যায়ক্রমে রক্ত ও রক্তের উপাদানসমূহ ইরাডিয়েশন (Iradiation) বা লিউকোডিপ্লিশন (Leucodepletion) করে সরবরাহ/পরিসঞ্চালন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২.১৪ প্রতিটি রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র নিজস্ব ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে ন্যাশনাল গাইড লাইনের আলোকে মানসম্পন্ন কার্যক্রম বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (Standard Operating Procedures-SOPs) প্রস্তুত করবে এবং তা বাধ্যতামূলকভাবে রক্ত পরিসঞ্চালন সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করবে।

২.১৫ হাসপাতালে রক্ত পরিসঞ্চালন সংক্রান্ত চিকিৎসার জন্য মানসম্পন্ন কার্যক্রম বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (Standard Operating Procedures-SOPs) প্রস্তুতসহ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২.১৬ রক্ত পরিসঞ্চালন সার্ভিসের আধুনিকায়ন ও মানসম্মত উন্নয়ন বজায় রাখার জন্য রেফায়েন্স ল্যাবরেটরী/জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র এর মাধ্যমে এক্সটারন্যাল কোয়ালিটি এসেসমেন্ট স্কীমের কার্যক্রম (External Quality Assesment Scheme) চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে। সকল রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র কর্তৃক রেফায়েন্স ল্যাবরেটরীর সহিত এক্সটারন্যাল কোয়ালিটি এসেসমেন্ট স্কীমের কার্যক্রমের ব্যাপারে যোগাযোগ করে কেন্দ্রের নিজস্ব কার্যক্রমের মানদণ্ডের সমতা আনয়নসহ সামগ্রিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।

২.১৭ রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে কর্মরত সকলকে Quality Assurance এর উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.১৮ সকল রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে Internal Quality Assessment (IQA) and Internal Audit এর ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং প্রতিটি প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন এর ক্ষেত্রে রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র মানসম্পন্ন কার্যক্রম বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওরস (Standard Operating Procedures-SOPs) নির্দিষ্টভাবে চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে অনুসরণ করবে।

৩. **উদ্দেশ্য ঃ**

স্বেচ্ছায় রক্তদান, স্বজনকে রক্তদান এবং রক্তের বিনিময়ে রক্তদানে রক্তদাতাদের উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধকরণের ব্যবস্থা করা।

কৌশল ঃ

৩.১ কার্যকর রক্তদাতা নির্বাচন (Blood Donor Selection) কৌশল বাস্তবায়ন এর মাধ্যমে স্বেচ্ছায় রক্তদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩.২ জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন সার্ভিসের (National Blood Transfusion Services) মাধ্যমে সকল রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রসমূহের জন্য রক্তদাতা ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত জাতীয় গাইড লাইন প্রস্তুত করে সরবরাহ করতে হবে।

৩.৩ জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র (National Blood Transfusion Centre) দেশের বাৎসরিক রক্তের চাহিদা নিরূপন করবে এবং বাৎসরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিভাগ স্বেচ্ছায় রক্ত দান ক্যাম্প (Indoor and Outdoor Voluntary Blood Donor Camp) পরিচালনার মাধ্যমে রক্তের সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে।

৩.৪ সকল রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে রক্তদাতা নির্বাচন, রক্তসংগ্রহ এবং রক্তদাতাদের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল থাকতে হবে।

৩.৫ জনগণকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করার জন্য বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পত্রিকায় প্রতিবেদন পরিবেশন, আলোচনা সভা অনুষ্ঠান, রেডিও টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। রক্ত পরিসঞ্চালন পেশার সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বেতার, টিভি ও সংবাদপত্রে স্বেচ্ছায় রক্তদানে সকল জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সাক্ষাৎকার/টক্-শো প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৬ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের একটি মজবুত এবং স্থায়ী ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। সকল কেন্দ্রসমূহকে নিজস্ব উদ্যোগে রক্তদাতার হালনাগাদ একটি নির্দেশিকা (Directory) প্রস্তুত করতে হবে।

৩.৭ স্বেচ্ছায় রক্তদাতার ভিত্তি স্থায়ীভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রক্তদাতাদের পরিচয়পত্র/সম্মাননা/ব্যাজ/সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। সকল রক্তদাতাদের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সেবা এবং সঠিক পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সকল রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে রক্তদান পূর্ব এবং রক্তদান পরবর্তী কার্যক্রম ও সার্ভিস পরিচালনার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩.৮ প্রয়োজনে রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রসমূহের মধ্যে বিনিময় পদ্ধতির মাধ্যমে সকল ধরনের প্রতিস্থাপিত রক্তদাতা (Replacement Blood Donor) ক্রমান্বয়ে হ্রাস করতে হবে।

৩.৯ প্রতিস্থাপিত রক্তদাতা (Replacement Blood Donor) কে স্বেচ্ছায় রক্তদাতায় পরিণত করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে।

৩.১০ স্বেচ্ছায় ও নিরাপদ রক্তদাতা (Voluntary & Safe Blood Donor) নির্বাচনসহ এ সকল রক্তদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধির নিশ্চয়তার বিধান করতে হবে। আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করে কর্মক্ষেত্রে রক্তদান (Workstation Blood Donation) প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩.১১ ব্লাড স্ক্রীনিং (Blood Screening) এর গাইড লাইন যথাযথ অনুসরণ করতে হবে।

৩.১২ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কারিকুলামে রক্ত পরিসঞ্চালন সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.১৩ স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রমে সম্পৃক্ত স্বেচ্ছাসেবী-Community Based Organization (CBO), Non Government Organization (NGO) সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালায় সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.১৪ সকল স্বেচ্ছা সেবী রক্তদান কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বেচ্ছা রক্তদানে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৩.১৫ উদ্বুদ্ধকরণসহ বিভিন্ন রক্তদান কর্মসূচীতে সরকারি রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। প্রয়োজনে দক্ষ পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে এ কাজে সম্পৃক্ত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩.১৬ জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র পরিচালিত National Blood Transfusion Centre কর্তৃক জনগণকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তথ্যভিত্তিক বিভিন্ন প্রচার ইলেকট্রনিক অথবা প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.১৭ স্বেচ্ছায় রক্তদান সংক্রান্ত প্রচার, রক্ত সংগ্রহ এবং সংরক্ষণসহ বিতরণের বিষয়ে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশীপ পদ্ধতিতে উৎসাহিত করতে হবে।

৪. **উদ্দেশ্য ঃ**

বে-সরকারী রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।

কৌশল ঃ

৪.১ সকল বে-সরকারি রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রকে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন, ২০০২ এর আলোকে লাইসেন্সিং ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

৪.২ ন্যাশনাল টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করে সকল রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রসমূহ পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৩ প্রতিটি রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রকে আইন ও বিধির আলোকে প্রণীত ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলতে হবে।

৪.৪ সকল সরকারী রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রসমূহকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নিতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ সকল কেন্দ্রকে লাইসেন্সিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করে পরিচালনা করতে হবে।

৪.৫ সকল বে-সরকারি রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রকে লাইসেন্স নেওয়ার পর জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে প্রতিমাসে সংগৃহীত রক্তের তথ্য ও পরিসংখ্যান (ব্লাড গ্রুপ, Blood Component, ব্লাড স্ক্রীনিং এবং অন্যান্য নির্ধারিত তথ্য) প্রদান করতে হবে।

৪.৬ লাইসেন্স গ্রহণকারী বেসরকারি রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র এবং লাইসেন্স বিহীন রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রের সঠিক পরিসংখ্যান মাস ভিত্তিক হালনাগাদ করে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪.৭ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ/কর্মরত পরিদর্শন টীমের সকল সদস্যকে দেশ এবং বিদেশ থেকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ও অডিট প্রক্রিয়ার উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। লাইসেন্স গ্রহণকারী রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রসমূহকে বিধিসহ এতদসংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করতে হবে।

৪.৮ তিন বছর এর জন্য লাইসেন্স গ্রহণকারী বেসরকারি রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রসমূহ মনিটরিং করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত সকল তথ্য ও উপাত্ত হালনাগাদ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৯ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি এবং কর্মদক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে এমনভাবে শক্তিশালী করতে হবে যেন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারে।

৫. **উদ্দেশ্য ঃ**

রক্তদাতার পরিসংখ্যান সংরক্ষণের পদ্ধতি নির্ধারণ করা।

কৌশল ঃ

৫.১ সর্বস্তরে স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের একটি জাতীয় পরিসংখ্যান (National Directory) প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ করে তা রক্তদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে।

৫.২ সকল রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রকে রক্তদাতাদের গ্রুপ ভিত্তিক (রেয়ার ব্লাড গ্রুপসহ) একটি তালিকা প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.৩ সকল রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রকে রক্তদাতাদের শ্রেণী ভিত্তিক যথা—স্বেচ্ছা রক্তদাতা, বিনিময় রক্তদাতা (Replacement Donor) এবং ডাইরেকটেড রক্তদাতা (Directed Blood Donor) অটোলোগাস (Autologous) ও এফেরোসিস (Apheresis) রক্তদাতাদের তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করতে হবে। গ্রুপ ও রক্তদাতা ভিত্তিক তালিকা সকল রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র কর্তৃক জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে।

৫.৪ সকল রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র রক্তদাতাদের পরিচয়পত্র প্রদান করবে এবং তা সংরক্ষণ করার জন্য একটি ডাইরেক্টরী (Directory)/নির্দেশিকা প্রস্তুত করবে।

৫.৫ কম্পিউটারসহ অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি, আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি সংযোজন করে রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রকে এমনভাবে শক্তিশালী এবং কার্যকর করে তুলতে হবে যেন তথ্য প্রযুক্তি বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে রোগীদের জন্য রক্ত পরিসঞ্চালন সেবা আধুনিকায়ন ও সমন্বয় করা সম্ভব হয়।

৬. **উদ্দেশ্য ঃ**

পেশাদার রক্তদাতাদের রক্তদানে পর্যায়ক্রমে নিরুৎসাহিত-করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কৌশল ঃ

৬.১ রক্ত পরিসঞ্চালন সার্ভিস থেকে আইনি ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল পেশাদার রক্তদাতা নির্মূল করতে হবে।

৬.২ নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন-২০০২ এর আলোকে রক্ত ক্রয় বিক্রয় প্রথা বন্ধ ও নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬.৩ জনসচেতনতার মাধ্যমে পেশাদার রক্ত দাতার থেকে রক্ত গ্রহণ নিরুৎসাহিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.৪ পেশাদার রক্তদাতার রক্তদান বন্ধ করার নিমিত্তে স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্ত পরিসঞ্চালন করার জন্য রোগীকে উৎসাহিত করতে হবে এবং স্বেচ্ছা রক্তদাতা হতে রক্ত সংগ্রহণের জন্য রোগীর আত্মীয়কে উৎসাহিত করতে হবে।

৭. **উদ্দেশ্য ঃ**

সরকারী হাসপাতালের রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রসমূহ পরিচালনার ব্যবস্থা করা।

কৌশল ঃ

৭.১ সরকারি রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার নিমিত্তে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন সার্ভিস (National Blood Transfusion Service) এর আওতায় স্থায়ীভাবে একটি জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র (National Blood Transfusion Centre) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রক্ত পরিসঞ্চালন বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন সার্ভিসের কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্তৃত্বসহ প্রয়োজনীয় জনবল, ভৌত অবকাঠামো এবং আলাদা বাজেট এর ব্যবস্থা থাকবে।

৭.২ জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র ন্যাশনাল ব্লাড পলিসিসহ রক্ত পরিসঞ্চালন সংক্রান্ত অন্যান্য সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। রক্ত পরিসঞ্চালন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন করবে।

৭.৩ জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র দক্ষ প্রশাসনিক লোকবল, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ এসোসিয়েটসহ অভিজ্ঞ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় রক্তদান, কোয়ালিটি এ্যাসিওরেন্স, রক্তবাহিত সংক্রামিত রোগ নির্ণয়সহ প্রশিক্ষণ, আধুনিক গবেষণা, পরিকল্পনা, মনিটরিং জনসচেতনতা বিষয় প্রচার এবং সমীক্ষা কার্যক্রমসহ ন্যাশনাল ব্লাড প্রোগ্রামের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

৭.৪ ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন সার্ভিসের আওতায় জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র সরকার ও আন্তর্জাতিক সাহায্যসেবী সংস্থা থেকে আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করবে। জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র সরকারি ও লাইসেন্স প্রাপ্ত বেসরকারি রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রসমূহের মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৭.৫ জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে রেফারেন্স ল্যাবরেটরীর কার্যক্রম পরিচালনাসহ ও অন্যান্য জাতীয় প্রোগ্রামের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কোয়ালিটি এ্যাসিওরেন্স ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণসহ রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবস্থা পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে।

৭.৬ রক্ত পরিসঞ্চালন সার্ভিসের সেবার মান বাড়ানো, কেন্দ্র সমূহকে সার্বক্ষণিক স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য অলাভজনক পদ্ধতিতে অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণসহ রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রসমূহের সেবা কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার কৌশল প্রণয়ন করতে হবে।

৭.৭ প্রয়োজনীয় দক্ষ, প্রশিক্ষিত জনবল এবং বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করার জন্য চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিষয়ক Post Graduate কোর্স চালুর ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.৮ রক্ত পরিসঞ্চালন বিষয়ে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের জন্য পর্যায়ক্রমে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব) বিষয়ে বি এস সি এবং এম এস সি (ল্যাব) কোর্স চালু করার ব্যবস্থা করা এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত কোর্সে অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.৯ জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র দেশের রক্ত পরিসঞ্চালন সার্ভিস এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রসমূহ সরকারি হাসপাতালের রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রের জন্য জনবল, ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য বিষয়ে সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৭.১০ সকল রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রের সেবা কার্যক্রমসমূহ তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক কম্পিউটার ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.১১ প্রতিটি সরকারি হাসপাতালের রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কম্পিউটারসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, রি-এজেন্ট, কীটস, ব্লাড ব্যাগ, ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়মিতভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.১২ রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রসমূহের যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংরক্ষণসহ যাবতীয় অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচসমূহ নিস্পন্ন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.১৩ রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে কর্মরত ডাক্তার ও কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য সংক্রামক ব্যাধি যেমন–হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি এবং এইচ আই ভি (HIV) ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির জন্য ভ্যাকসিনসহ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ্যাকসিডেন্টাল এক্সপোজারের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.১৪ সকল রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রের জন্য ইনস্যুরেন্স এবং রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে কর্মরত ডাক্তার ও কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য মেডিকেল ইনস্যুরেন্সসহ ঝুঁকি ভাতা (Risk Allowance) প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.১৫ সমস্ত আন্ডারগ্রাজুয়েট মেডিকেল কোর্সসমূহে ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিষয়কে পরীক্ষার সাবজেক্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.১৬ নার্সিং সার্ভিস, প্যারোমেডিক্স এবং মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের জন্য চালু বিভিন্ন কোর্সসমূহে ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিষয়কে পরীক্ষার সাবজেক্ট হিসেবে চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.১৭ ব্লাড ট্রান্সফিউশন সার্ভিসের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্নতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনে দেশের ভিতরে এবং বিদেশে রক্ত পরিসঞ্চালন বিশেষজ্ঞদের শিক্ষা সফরসহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং রক্ত পরিসঞ্চালন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.১৮ ট্রান্সফিউশন মেডিসিন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রের অধীনে পরিচালিত হবে। গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ জাতীয় রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রের বাজেট হতে ব্যয় করতে হবে।

৭.১৯ রক্ত পরিসঞ্চালন সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন—রিএজেন্টস, কীটস, ব্লাড ব্যাগ, অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি তৈরীর ফ্যাক্টরী এবং প্লাজমা ফ্রাক্সোনেশন প্লান্ট (Plasma Fractionation Plant) স্থাপনের বিষয়ে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ উদ্যোগকে ন্যাশনাল ব্লাড-ট্রান্সফিউশন সার্ভিস উৎসাহিত করবে।

৭.২০ দেশের রক্তের উপাদান এবং রক্তজাত সামগ্রীর চাহিদা পূরণ ও ইমিউনোগ্লোবিউলিন, ভ্যাক্সিন ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য প্লাজমা ফ্রাক্সোনেশন প্লান্ট (Plasma Fractionation Plant) স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। রক্তের উপাদান ও রক্তজাত সামগ্রী প্রস্তুত, ব্যবহার, কোয়ালিটি কন্ট্রোল (Quality Control) ও কনট্র্যাক্ট ফ্রাক্সোনেশন (Contract Fractionation) সহ Bonemarrow Transplantation (BMT), Stem Cell, Cord Blood Transplantation, Apheresis-এর মাধ্যমে চিকিৎসা কার্যক্রমসহ এ বিষয়ে গবেষণার ব্যাপারে ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন সার্ভিস ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭.২১ ন্যাশনাল ব্লাড পলিসি নিয়মিতভাবে রিভিউ এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

সাব-কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা ঃ

ক. **সাব-কমিটি-১ (এক)**

১. ডাঃ মোঃ আবদুর রশিদ, পরিচালক (হাসপাতাল এন্ড ক্লিনিক), ডিজিএইচএস, মহাখালী, ঢাকা - সভাপতি

২. অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, ৬০/১ পূর্ব রাজা বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - সদস্য

৩. ডাঃ আহমেদুর রেজা চৌধুরী, উপ-পরিচালক (অর্থ), ডিজিএইচএস, মহাখালী, ঢাকা - সদস্য

৪. লিপিকা ভদ্র, সিনিয়র সহকারী সচিব (পিএইচ-৩), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় - সদস্য

৫. কর্নেল ডাঃ জাহিদ মাহমুদ, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন, এএফআইপি, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা - সদস্য

৬. ডাঃ মোঃ আসাদুল ইসলাম, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা - সদস্য-সচিব

খ. **সাব-কমিটি-২ (দুই)**

১. অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আনসারুল ইসলাম, বিভাগীয় প্রধান, রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগ, ডিএমসি - সভাপতি

২. ডাঃ জলি বিশ্বাস, চেয়ারপার্সন, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা - সদস্য

৩. ডাঃ হোসনে আরা বেগম, সহযোগী অধ্যাপক, রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগ, এসএসএমসি, ঢাকা - সদস্য

৪. লিপিকা ভদ্র, সিনিয়র সহকারী সচিব (পিএইচ-৩), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় - সদস্য

৫. কর্নেল ডাঃ জাহিদ মাহমুদ, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন, এএফআইপি, ঢাকা ক্যান্টমেন্ট, ঢাকা - সদস্য

৬. ডাঃ সালেহ মোঃ রফিক, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কর্মসূচী, ডিজিএইচএস, মহাখালী - সদস্য-সচিব

গ. **সাব-কমিটি-৩ (তিন)**

১. অধ্যাপক ডাঃ ফাতেমা চৌধুরী, লাইন ডাইরেক্টর, নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কর্মসূচী, ডিজিএইচএস, মহাখালী - সভাপতি

২. খন্দকার জাকারিয়া খালেদ, পরিচালক, ব্লাড প্রোগ্রাম, বিডিআরসিএস, ঢাকা - সদস্য

৩. মোঃ সানওয়ার আলী, উপ-সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা - সদস্য

৪. মোঃ মোকলেছুর রহমান সরকার, উপ-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা - সদস্য

৫. মোঃ হুমায়ুন খালেদ, উপ-সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা - সদস্য

৬. লিপিকা ভদ্র, সিনিয়র সহকারী সচিব (পিএইচ-৩), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় - সদস্য

৭. ডাঃ প্রদীপেশ চক্রবর্তী, সহযোগী অধ্যাপক, বিটিসি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা - সদস্য-সচিব

রিভিউ কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা ঃ

১. মেজর জেনারেল (অবঃ) প্রফেসর ডাঃ এএসএম মতিউর রহমান, চীফ এইচআইভি উপদেষ্টা এন্ড চেয়ারম্যান, টিসি/এনএসি - সভাপতি

২. প্রফেসর মোঃ নজরুল ইসলাম, চেয়ারপার্সন, ভাইরোলজী, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা - সদস্য

৩. মোঃ হুমায়ুন খালেদ, উপ-সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা - সদস্য

৪. মোঃ শাহিনুর ইসলাম, এসএএস-আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সদস্য

৫. ডাঃ মোঃ আসাদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা - সদস্য-সচিব

রক্ত পরিসঞ্চালন বিশেষজ্ঞ রিভিউ কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা ঃ

১. ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মুজিবুর রহমান, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ, আইপিজিএমএন্ডআর, ঢাকা। - সভাপতি

২. অধ্যাপক বদরুল করিম খান, বিভাগীয় প্রধান, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা। - সদস্য

৩. অধ্যাপক জলি বিশ্বাস, চেয়ারপার্সন, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন, বিভাগ, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা। - সদস্য

৪. অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম, বিভাগীয় প্রধান ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা। - সদস্য

৫. অধ্যাপক সুফিয়া বেগম, বিভাগীয় প্রধান ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা। - সদস্য

৬. অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, বিভাগীয় প্রধান ও ভাইস-প্রিন্সিপাল (ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ), কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা। - সদস্য

৭. ডাঃ বদরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক (ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ), এনআইসিভিডি, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা। - সদস্য

৮. ডাঃ মুরাদ সুলতান, বিভাগীয় প্রধান, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা। - সদস্য

৯. ডাঃ সৈয়দা মাসুমা রহমান, সহকারী অধ্যাপক (ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ), রেফারেন্স ল্যাবরেটরী, নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কর্মসূচী, ডিজিএইচএস, মহাখালী, ঢাকা। - সদস্য

১০. ডাঃ মাযহারুল হক, সহকারী অধ্যাপক (ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ), ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা। - সদস্য

১১. ডাঃ মোঃ আসাদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক (ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ), বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা। - সদস্য-সচিব

রক্ত পরিসঞ্চালন বিশেষজ্ঞের নামের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা
১.	ডাঃ মোঃ খাইরুল ইসলাম, মেডিকেল অফিসার, নিটোর।
২.	ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী অধ্যাপক (চঃদাঃ), ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর।
৩.	ডাঃ শাহনাজ করিম, মেডিক্যাল অফিসার, সিংগাইর হেলথ কমপ্লেক্স, মানিকগঞ্জ।
৪.	ডাঃ ইসমত আরা বেগম, সহকারী অধ্যাপক, এনআইডিসিএইচ, মহাখালী, ঢাকা।
৫.	ডাঃ এফ.এম.এ. মোঃ মুসা চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট।
৬.	ডাঃ সেলিনা আখতার, সহকারী অধ্যাপক, রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, এন্ড হাসপাতাল, ঢাকা।
৭.	ডাঃ কাজী নওশাদ হোসেন, হেড ব্লাড ব্যাংক এন্ড ট্রান্সফিউশন সার্ভিস, আইসিডিডিআর-বি, মহাখালী, ঢাকা।
৮.	ডাঃ আতিয়ার রহমান, মেডিক্যাল অফিসার, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা।
৯.	ডাঃ নারগিস জাহান, সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন, বারডেম, শাহবাগ, ঢাকা।
১০.	ডাঃ খানম জাহিদা শামস্, জুনিয়র কলসালটেন্ট, মডার্ণ ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ঢাকা।
১১.	ডাঃ মোঃ আব্দুর রহিম, থ্যালাসেমিয়া ব্লাড ব্যাংক, বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন।
১২.	ডাঃ ফাহমিদা শারমিন চৌধুরী, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।
১৩.	ডাঃ জেরিন মুসফিকা রহমান, মেডিক্যাল অফিসার, এনআইসিভিডি, ঢাকা।
১৪.	ডাঃ সুমা রানী সাহা, আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার, স্কয়ার হাসপাতাল প্রাঃ লিঃ, ঢাকা।
১৫.	ডাঃ ফেরদৌস আরা, মেডিক্যাল অফিসার, হেমাটোলজী, এনআইসিআরএইচ, ঢাকা।
১৬.	ডাঃ নাহিদ সুলতানা, মেডিক্যাল অফিসার, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা।
১৭.	ডাঃ জান্নাত নূর, মেডিক্যাল অফিসার, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, ঢাকা
১৮.	ডাঃ মিজানুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, এসএসএমএইচ, ঢাকা।
১৯.	ডাঃ মোঃ তারেক মেহেদ, ইন-চার্জ, ডিবিসি, ঢাকা।
২০.	ডাঃ আসিফা জাহান, আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার, ব্লাড ব্যাংক, স্কয়ার হাসপাতাল প্রাঃ লিঃ, ঢাকা।
২১.	ডাঃ মনজুমান রহমান, বিশেষজ্ঞ, স্কয়ার হাসপাতাল প্রাঃ লিঃ, ঢাকা।
২২.	ডাঃ সাজিয়া ইসলাম
২৩.	ডাঃ সাবরিনা ইয়াসমিন
২৪.	ডাঃ কামরুন নাহার
২৫.	ডাঃ তাসমিম ফারহানা দিপতা
২৬.	ডাঃ মুনমুন রহমান
২৭.	ডাঃ জুবাইদা নাসরিন
২৮.	ডাঃ ফারহানা ইসলাম
২৯.	ডাঃ শেখ সাইফুল ইসলাম শাহা
৩০.	ডাঃ মোঃ তারিক মেহেদী (পারভেজ)
৩১.	ডাঃ সৈয়দা চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক
৩২.	ডাঃ রিফাত রহমান
৩৩.	ডাঃ শেখ দাউদ আদনান

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ এজাজ আহমেদ জাবের
উপ-সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ শাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৮ অক্টোবর ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৬.০১.০০২.১৩-৮০৮—১৮৯৮ খ্রিঃ ফৌজদারী কার্যবিধি (৫ নং আইন) এর ৪ উপ-ধারা-১(ধ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নতি, দক্ষতার সাথে অপরাধ দমন, এজাহার গ্রহণ ও মামলা তদন্তের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে খুলনা মহানগরে নবগঠিত লবণচরা থানা ও হরিণটানা থানায় অন্তর্ভুক্ত অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট এলাকা নিয়ে নিম্নোক্ত তফসিলের ২নং কলামে বর্ণিত ওয়ার্ড/ইউনিয়নসমূহের সমন্বয়ে ৪নং কলামের মৌজাসমূহ নিয়ে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানা পুনর্গঠন করলো ঃ

ক্রঃ নং	ওয়ার্ড/ইউনিয়নের নাম	ওয়ার্ড/ইউনিয়ন বর্তমানে কোন থানার অন্তর্ভুক্ত	মৌজার নাম	জে এল নং
১	২	৩	৪	৫
(১)	১ নং জলমা ইউনিয়ন	খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানা	চক আলাইপুর	১
			বাঁশবাড়িয়া	৩
			রাঙ্গেমারী	৫
			শৈলমারী	৬
			ছয়ঘরিয়া	৭
			জলমা	৭৭
			তেতুলতলা	৮০
			ঝাড়ভাঙ্গা	৮২
			ডেমারাবাদ	৮৫
(২)	২ নং বটিয়াঘাটা ইউনিয়ন	খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানা	হোগলবুনিয়া	৮
			ছকশৈলমারী	৯
			খলসীবুনিয়া	১০
			বাবুলাডাঙ্গা পাথরঘাটা	১১
			হাটবাড়ীয়া (বড়)	১২
			বারুইআবাদ	১৩
			পারবটিয়াঘাটা	১৪
			বটিয়াঘাটা	১৫
			হেতালবুনিয়া	১৬
			ভেরেন্ডাবুনিয়া	১৭
			মাইটভাঙ্গা	১৮
			মাইলমারা	১৯
			আউশখালী	২০
			বলাবুনিয়া	২৩
			মাদিয়াআসাননগর	২৪
			কিসমত ফুলতলা	২৫
			ফুলতলা	২৬
(৩)	৩ নং গংগারামপুর ইউনিয়ন	খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানা	তিতুখালী	২১
			বয়ারভাঙ্গা	২২
			বাজেয়াপ্তী দেবীতলা	২৭
			দেবীতলা	২৮
			ঘাগড়ামারী	২৯
			খেজুরতলা	৩০
			আন্ধারীয়া	৩১

১	২	৩	৪	৫
			চারখালী মাছালিয়া	৩২
			পারতিতুখালী	৩৩
			শলুয়া	৩৪
			বৃত্তিখলসিবুনিয়া	৩৫
			পারশলুয়া	৩৬
			কাতিয়ানাঙ্গলা	৫৯
			গঙ্গঁরামপুর	৬০
			কায়েমখোলা	৬১
			কাশিয়াডাঙ্গা	৬২
			কায়েমখোলা হুলা	৬৩
			বরণপাড়া	৬৪
			কাঠামারী	৬৫
(৪)	৪ নং সুরখালী ইউনিয়ন	খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানা	গজালিয়া	৩৭
			কাটাখালী	৩৮
			গাওঘরা	৩৯
			কল্যাণশ্রী	৪০
			খড়িয়াল	৪১
			সুরখালী	৪২
			টাকিমারী	৪৩
			রুহিতমারা	৪৪
			সুন্দরমহল	৪৫
			মঠবাড়িয়া	৪৬
			কোদলা	৪৭
			শম্ভুনগর	৪৮
			শেচবুনিয়া	৪৯
			বড় আড়িয়া	৫০
			রায়পুর	৫১
			পারিশামারী	৫২
			বুনা	৫৩
			বড় ভূঁইয়া	৫৪
			সাপা	৫৫
			বন্দোবস্তী বুয়া	৫৬
			গরিয়ারডাঙ্গা	৫৭
			সুখদাড়া	৫৮
(৫)	৫ নং ভান্ডারকোট ইউনিয়ন	খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানা	হালিয়া	৬৬
			শিয়ালীডাঙ্গা/চান্দামারী	৬৭
			আরাজীলক্ষীখোলা	৬৯
			পারহোগলা	১১৮
			বিলকুলটিয়া	১১৯
			জয়পুর ডাঙ্গা/ভাদগাতি	১২০
			চর ঝিনাইখালী	১২৭
			ঝিনাইখালী	১২৮
			কিসমত ঝিনাইখালী	১২৯
			কুলটিয়া	১২৫
			গোয়ালঘাটা	১৩০
			লক্ষীখোলা	১৩১

১	২	৩	৪	৫
			কিসমত লক্ষ্মীখোলা	১২৯
			শ্রীফলতলা	১৩২
			নোয়াইলতলা	১৩৩
			ভান্ডারকোট	১৩৪
(৬)	৬ নং বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন	খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানা	ভুজবুনিয়া	৬৮
			ঝালবাড়ীডাঙ্গা	৭০
			বিরাট	৭১
			জালিয়াপাড়া	৭২
			ভাদাইল	৭৩
			তালবুনিয়ার হুলা	৭৪
			রনজিতের হুলা	৭৫
			কদমতলা	৭৬
			শিয়ালীবুনিয়া	৭৮
			ঘোষখালী	৭৯
			কিসমত শোলাকুড়া	১১৫
			১০১. ধাদুয়া	১১০
			ফুলবাড়ি	১১
			চিত্রাডাঙ্গা	১১৩
			বালিয়াডাঙ্গা	১১২
			শোলাকুড়া	১১৪
			হাটবাড়িয়া (ছোট)	১২২
			নোয়াপাকিয়া	১২১
			টালিয়ামারা	১২৩
(৭)	৭ নং আমিরপুর ইউনিয়ন	খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানা	খারাবাদ	৯৬
			নাঙ্গলাদাহ	৯৫
			নারায়ণখালী	৯২
			ভাটাপাড়া	৯৩
			মজিদঘাটা	৯৪
			তলাপাড়া	১০০
			নিজগ্রাম	৯৯
			কিসমত কুরিঘাটা	৯৮
			কড়িয়াভিটা	৯৭
			হেঁনাচাচেরা	১০৮
			করেরঢোন	১০৯
			কড়িয়া	১০৭
			রামভদ্রপুর	১০৬
			নারায়ণপুর	১০৫
			হাদিরাবাদ	১০১
			চরহাদিরাবাদ	১০২
			আরাজী নারায়ণপুর	১০৩
			শ্যামগঞ্জ	১০৪
			হাসিমপুর	১১৬
			জয়পুরডাঙ্গা	১১৭
			আমীরপুর	১২৬

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৬.০১.০০২.১৩-৮০৯—১৮৯৮ খ্রিঃ ফৌজদারী কার্যবিধি (৫ নং আইন) এর ৪ উপ-ধারা-১(ধ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নতি, দক্ষতার সাথে অপরাধ দমন, এজাহার গ্রহণ ও মামলা তদন্তের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে খুলনা মহানগরে নবগঠিত হরিণটানা থানা ও আড়ংঘাটা থানায় অন্তর্ভুক্ত অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট এলাকা নিয়ে নিম্নোক্ত তফসিলের ২নং কলামে বর্ণিত ওয়ার্ড/ইউনিয়নসমূহের সমন্বয়ে ৪নং কলামের মৌজাসমূহ নিয়ে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা পুনর্গঠন করলোঃ

ক্রঃ নং	ওয়ার্ড/ইউনিয়নের নাম	ওয়ার্ড/ইউনিয়ন বর্তমানে কোন থানার অন্তর্ভুক্ত	মৌজার নাম	জে এল নং
১	২	৩	৪	৫
(১)	১ নং ধামালিয়া ইউনিয়ন	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা	মান্দ্রা	১
			দহকুলা	২
			চেচুড়ী	৩
			কাটেঙ্গা	৪
			বরুনা	৫
			ছয়বাড়ীয়া	৬
			ধামালিয়া	৭
			পাকুড়িয়া	৯
			টোলনা/ময়নাপুর	১০
(২)	২ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়ন	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা	কোমরাইল	৮
			কৃষ্ণনগর	১১
			দেড়ুলী	১২
			রঘুনাথপুর	১৩
			আন্দুলিয়া	১৪
			মাদবকাটি	৪৩
			থকড়া	৪৭
			শাহাপুর	৪৮
			রুপরামপুর	৪৯
			গজেন্দ্রপুর	৫০
(৩)	৩ নং রুদাঘরা ইউনিয়ন	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা	চহেড়া	২৫
			মধুগ্রাম	১৫
			রুদাঘরা	১৬
			শৈখ গাতিয়া	১৭
			খরসঙ্গ	১৮
			মিকশিমিল	১৯
			হাসানপুর	২০
(৪)	৪ নং খর্ণিয়া ইউনিয়ন	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা	আঙ্গারদহ	২৭
			বাহাদুরপুর	৩৬
			বালিয়াখালী	২২
			বাওইখালী	২৩
			সিঙ্গা	২৪
			রানাই/কার্ত্তিক ডাঙ্গা	২৬
			বামনদিয়া	৩২
			খর্ণিয়া	২৮
			ভদ্রদিয়া	২৯
			পাঁচপোতা	৩০
			পাঁচুড়িয়া	৩১
			গোনালী	৩৩
			টিপনা	৩৪

১	২	৩	৪	৫
			মেছঘোনা	৩৫
			উখড়া	৪১
(৫)	৫ নং আটলীয়া ইউনিয়ন	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা	আটলিয়া	১৫
			বয়ারসিং	১০৩
			মনোহরপুর	৮৭
			কুলবাড়িয়া	৮৮
			কুলবাড়িয়াবরাতিয়া	৮৯
			চাকুন্দিয়া	৯০
			চুকনগর	৯১
			রোস্তমপুর	৯২
			মালতিয়া	৯৫
			নরনিয়া	৯৪
(৬)	৬ নং মাগুরঘোনা ইউনিয়ন	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা	বেতাগ্রাম	৯৬
			বাদুড়িয়া	৯৭
			ঘোষড়া	৯৮
			কাঞ্চনপুর	৯৯
			আরোষনগর	১০২
			চন্ডীপুর	১০১
			মাগুরঘোনা	১০২
(৭)	৭ নং শোভনা ইউনিয়ন	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা	বাদুরগাছা	৮৫
			চিংড়া	৭৭
			মলমলিয়া	৭৮
			মালুমডাঙ্গা	৭৯
			কিসমত মালুমডাঙ্গা	৮০
			কাকরামারী	৮২
			শোভনা	৮১
			শিবপুর বাদুরগাছা	৮৩
			চেরি জিয়ালতলা	৮৪
			বাঘ আচঁড়া	৮৬
			পারমান্দারতলা	১০৪
			মান্দারতলা	১২৪
			কদমতলা	১২৫
			পাতিবুনিয়া	১২৬
			বলাবুনিয়া	১২৭
			চকগোপালনগর	১২৮
			কাকমারি	১২৯
			নন্দীরমাঠাম	১৩১
(৮)	৮ নং শরাফপুর ইউনিয়ন	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা	ভদ্রকুল	১৮০
			বসুন্দিয়াডাঙ্গা	১৯৮
			আসাননগর	১৭৫
			কালিকাপুর বাদুরগাছা	১৮৯
			কেয়াখালী	১৭৪
			কালিকাপুর	১৮৫
			শরাপপুর	১৮৬

১	২	৩	৪	৫
			তৈয়বপুর	১৯৭
			বৃত্তিভূলবাড়িয়া	১৮৮
			রতনখালী	১৭৩
			আক্‌ড়া	১৮৩
			বাহির আক্‌ড়া	২০০
			চাঁদগড়	১৯৯
			জালিয়াখালি/ঝালতলা	২০১
(৯)	৯ নং সাহস ইউনিয়ন	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা	কাটালিয়া	১২০
			জয়খালি	১৩০
			সাহস মধ্যপাড়া	১৩২
			কাপালীডাঙ্গা	১৫৬
			চর কাপালীডাঙ্গা	১৫৭
			কুখিয়া	১৫৮
			কাগজীপাড়া	১৫৯
			খরসন্ডা	১৬১
			বাগদাড়ি	১৬৪
			নোয়াকাটি	১৬০
			লক্ষ্মীপুর	১৬৫
			ভগবতীপুর	১৬৬
			গোলাইমারী	১৬৭
			কাজীরহুলা	১৬৮
			লতাবুনিয়া	১৬৯
			দিঘুলিয়া	১৭১
			খুটাখালী	১৬৩
			ছোটবন্দ	১৬২
			চটচটিয়া	১৭২
			বাঁশতলা	১৭০
			গজেন্দ্রপুর	১৯০
(১০)	১০ নং ভান্ডারপাড়া ইউনিয়ন	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা	বান্দা	৭১
			পেড়াখালী	৭৩
			রাজনগর	১৪৮
			হাজীবুনিয়া	১৫০
			লোহাই ডাঙ্গা	১৩৮
			ভান্ডারপাড়া	৭৬
			কুশারহুলা	৬৯
			বান্দা মধ্যপাড়া	১৫৫
			উলা	১৩৭
(১১)	১১ নং ডুমুরিয়া ইউনিয়ন	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা	মাইখালি	১৩৪
			তালতলা	৭২
			ঘোনা	১৩৬
			বৃত্তি কানাইডাঙ্গা	১৪৭
			কানাইডাঙ্গা (পূর্ব)	১৪৭
			ধানিবুনিয়া	১৪৪
			বকুলতলা	১৪২
			জাবড়া	১৪৩
			ওড়াবুনিয়া	১৪৭
			চক সোনাডাঙ্গা	১৪৫
			টালিয়ান	১৪৯
			খড়িবুনিয়া	১৯৩
			কাঞ্চননগর (পূর্ব)	১৯৪
			তেলিখালী	১৯৬
			দক্ষিণ মহাল	৭৬
			আরাজি ডুমুরিয়া	৩৯

১	২	৩	৪	৫
			খাজরা	২১
			খলসী	৪২
			গোলনা	৩৭
			সাজিয়াড়া	৪৪
			মির্জাপুর	৪৫
			আরাজি সাজিয়াড়া	৩৮
			হাজিডাঙ্গা	৪০
			ডুমুরিয়া (ঝিলের ঘাট)	৭৫
(১২)	১২ নং রংপুর ইউনিয়ন	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা	রামকৃষ্ণপুর	৪৬
			ঘোনামাদারডাঙ্গা	৫১
(১৩)	১৩ নং গুটুদিয়া ইউনিয়ন	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা	খড়িয়া	৬০
			শিবপুর	৫৭
			কুলটিয়া	৫৯
			পঞ্চু	৬১
			গুটুদিয়া	৬২
			বড়ডাঙ্গা	৬৪
			জিলের ডাঙ্গা	৬৫
			কমলপুর	৭০
			বাদুরগাছা (পশ্চিম)	৫৮
(১৪)	১৪ নং মাগুরখালী ইউনিয়ন	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা	পাতিবুনিয়া	১২২
			ভুরুনিয়া	১৭৭
			কইপুকুরিয়া	১২১
			কাঠালিয়া	১২৩
			খোরের আবাদ	১০৬
			চিত্রামারী	১০৭
			সেকের ট্যাক	১২৪
			বৈঠাহারা	১০৭
			মহাদেবপুর	১০৮
			আন্দার মানিক (পশ্চিম)	১০৯
			গজালিয়া	১১০
			হাবুডিয়া	১১৩
			নাথেরকুড়	১১৪
			বয়লাহারা	১১৮
			কোড়াকাটা	১১৬
			মাগুরখালি	১১৫
			আলাদিপুর	১২০
			শিবনগর	১২৩
			খাগরাবুনিয়া	১১৭
			কাঞ্চননগর	১১৯
			বাগাড় দাইড়	১৭৬
			চন্ডীপুর	১৮০
			গাজীনগর	১৭৮

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নূর-এ-মাহবুবা জয়া
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

শাখা-১১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং শা-১১/বগুড়া-১/২০০৮/৩৬২—বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত, সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯৮৬ পত্র পৃষ্ঠা-৯৭৬২(১৪৩) ক্রমিক নম্বর-২১ এ প্রকাশিত পরিত্যক্ত বাড়ির দাগ নম্বর-১০৮৫-এর স্থলে ১০৮৮ নম্বর দাগ সন্নিবেশিত হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আকরামুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ শাখা-২ (অপারেশন)

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৪ কার্তিক ১৪২০/২৯ অক্টোবর ২০১৩

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.৩৪.০০৭.১২.৩০৪—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭ নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

তফসিল

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	মৌজার নাম	জে, এল নং	খতিয়ান সংখ্যা	সিট সংখ্যা
(১)	কুমিল্লা	বরুড়া	উত্তর রাজাপুর	০১	৩০৯	০১
(২)	কুমিল্লা	বরুড়া	দক্ষিণ লতিফপুর	৪৮	৫২২	০১
(৩)	কুমিল্লা	বরুড়া	আরই	৫৩	৮৬	০১
(৪)	কুমিল্লা	বরুড়া	সুলতানপুর	৫৬	১৮০	০১
(৫)	কুমিল্লা	বরুড়া	মাইজ পুখরিয়া	৬২	৪১	০১
(৬)	কুমিল্লা	বরুড়া	পুর্ব্ব নারায়নপুর	৬৮	৩৮	০১
(৭)	কুমিল্লা	বরুড়া	মনোহরা	৭৩	৩১৯	০১
(৮)	কুমিল্লা	বরুড়া	শ্যামপুর	৯৩	১১৩	০১
(৯)	কুমিল্লা	বরুড়া	দক্ষিণ ভৈষ খোলা	৯৫	৬১	০১
(১০)	কুমিল্লা	বরুড়া	বেজীমারা	১৬৪	৫৮	০১
(১১)	কুমিল্লা	বরুড়া	আষ্টদোনা	২২০	১৫৭	০১
(১২)	কুমিল্লা	বরুড়া	দুর্গাপুর	২২৩	১২৮	০১
(১৩)	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	কৈয়ানী	১৪	২১২	০১
(১৪)	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	সাতবাড়ীয়া	২৯	৪৬১	০১
(১৫)	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	শ্রীপুর	৭৪	৫৯	০১
(১৬)	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	নোয়াপুর	৭৮	১৭০	০১
(১৭)	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	সুবলতলা	৯৯	২২	০১
(১৮)	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	পদুয়া	১০৪	১০১	০১
(১৯)	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	চন্দ্রপুর	২৩৩	৩৪০	০১
(২০)	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	আতাকরা	২৫৫	২৪৩	০১
(২১)	কুমিল্লা	বুড়িচং	সাদকপুর	১০২	১১০৩	০২
(২২)	কুমিল্লা	বুড়িচং	ভবানীপুর	৮০	১৪০	০১
(২৩)	কুমিল্লা	বুড়িচং	ভান্তি	৬৫	২৬২	০১
(২৪)	কুমিল্লা	বুড়িচং	গারচো	১৫	২৭২	০১
(২৫)	কুমিল্লা	বুড়িচং	ছোট ছিকটিয়া	১৬	১৪৭	০১
(২৬)	কুমিল্লা	হোমনা	লক্ষন খোলা	১১	১৬৮৫	০৩

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	মৌজার নাম	জে, এল নং	খতিয়ান সংখ্যা	সিট সংখ্যা
(২৭)	কুমিল্লা	হোমনা	মুগারচর	১৪	১১১৪	০৪
(২৮)	কুমিল্লা	হোমনা	পারারবন্দ	১৬	৫৩৩	০৩
(২৯)	কুমিল্লা	হোমনা	দূর্গাপুর	৪২	৫২৮	০১
(৩০)	কুমিল্লা	হোমনা	দড়িচর	৪৩	৯০১	০১
(৩১)	কুমিল্লা	হোমনা	বড় ঘাগুটিয়া	৪৪	৪০৫২	০৬
(৩২)	কুমিল্লা	হোমনা	রামকৃষ্ণপুর	৭০	২৭৭৫	০৫
(৩৩)	কুমিল্লা	হোমনা	উত্তর নাগের চর	৭৫	১১৯	০১
(৩৪)	কুমিল্লা	হোমনা	উত্তর চান্দের চর	৭৭	২৩৫৭	০৫
(৩৫)	কুমিল্লা	হোমনা	কলাগাছিয়া	৭৮	৭২২	০২
(৩৬)	কুমিল্লা	হোমনা	ঘাড়মোরা	৮৪	৩৬৫	০১
(৩৭)	কুমিল্লা	হোমনা	শ্রীপুর	৮৫	৪০৭	০১
(৩৮)	কুমিল্লা	হোমনা	ইটাভরা	৮৭	৬৬৩	০২
(৩৯)	কুমিল্লা	দেবীদ্বার	তালতলা	১১১	৫০০	০১
(৪০)	কুমিল্লা	দেবীদ্বার	মুগসার	১৬	৭৪৬	০২
(৪১)	কুমিল্লা	দেবীদ্বার	মাসিকারা	৬৫	৯৭০	০২
(৪২)	কুমিল্লা	দেবীদ্বার	বাউরা	১০৩	২৩৫	০১
(৪৩)	কুমিল্লা	চান্দিনা	বিচইনদার	৫৮	৩৮০	০১
(৪৪)	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	তরপুরচন্ডি	৪৪	২৩৪৯	০৩
(৪৫)	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	গুণরাজদী	৯১	৫৭৫	০১
(৪৬)	চাঁদপুর	মতলব	বারআনী	০৮	৮৬৭	০২
(৪৭)	চাঁদপুর	মতলব	খাগুরিয়া	২৩	৬৩০	০১
(৪৮)	চাঁদপুর	মতলব	সন্তোষপুর	২৬	১০৮৬	০৩
(৪৯)	চাঁদপুর	মতলব	চর ইদ্রিছ	৮০	০১	০১
(৫০)	চাঁদপুর	মতলব	সাতপারিয়া	১০২	১৫২	০১
(৫১)	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	আসতকুয়ারী	৩৭	৯৭	০১
(৫২)	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	বড়গাঁও	৬৯	৫১৮	০১
(৫৩)	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	দিগ্ধাইর	৭৩	৩১৮	০১
(৫৪)	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	চর সাপুয়া	১১০	৫৯	০১
(৫৫)	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	রণাতলী	১৩০	১৯৩	০১
(৫৬)	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	নয়াগাঁও	১৩৭	১৮০	০১
(৫৭)	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	হামছাপুর	১৫৬	৩৩০	০১
(৫৮)	চাঁদপুর	শাহরাস্তি	খামপাড়	৭২	৩৬৬	০১
(৫৯)	চাঁদপুর	শাহরাস্তি	নুনীয়া	১৩০	২৪৭	০১
(৬০)	চাঁদপুর	শাহরাস্তি	মুসাদপাড়া	১৪২	১১০	০১
(৬১)	চাঁদপুর	শাহরাস্তি	রাজারামপুর	১৪৩	৪৫	০১
(৬২)	চাঁদপুর	শাহরাস্তি	লেপসা	১৪৫	১০৮	০১
(৬৩)	চাঁদপুর	শাহরাস্তি	বাজেতুলা	১৪৮	৩৬	০১
(৬৪)	চাঁদপুর	কচুয়া	সিঙ্গুয়া	৩০	১৩৮৬	০৩
(৬৫)	চাঁদপুর	কচুয়া	প্রসন্নকাপ	৩৯	১২৮৪	০২
(৬৬)	চাঁদপুর	কচুয়া	বদরপুর	৬৪	২৪৩	০১
(৬৭)	চাঁদপুর	কচুয়া	ধামালিয়া	৭০	১৭৫	০১
(৬৮)	চাঁদপুর	কচুয়া	কচুয়া	৭১	৯২	০১
(৬৯)	চাঁদপুর	কচুয়া	আকনীয়া	৭৩	৩৫৫	০১
(৭০)	চাঁদপুর	কচুয়া	দরিহয়াতপুর	৯২	১৩৫	০১
(৭১)	চাঁদপুর	কচুয়া	হয়াতপুর	৯৩	৩৮৬	০১
(৭২)	চাঁদপুর	কচুয়া	শ্রীরামপুর	১০১	১০৪৯	০২
(৭৩)	চাঁদপুর	কচুয়া	হাসেমপুর	১০৪	২৮৭	০১
(৭৪)	চাঁদপুর	কচুয়া	আইনগিরি	১০৮	৪০২	০১
(৭৫)	চাঁদপুর	কচুয়া	কান্দিরপাড়	১১৪	৪২২	০১

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	মৌজার নাম	জে, এল নং	খতিয়ান সংখ্যা	সিট সংখ্যা
(৭৬)	চাঁদপুর	কচুয়া	আকিয়ারা	১১৮	৩১৫	০১
(৭৭)	চাঁদপুর	কচুয়া	বাসাবাড়ী	১২৪	২৫৭	০১
(৭৮)	চাঁদপুর	কচুয়া	চাঁদপুর	১২৫	৬৪২	০২
(৭৯)	চাঁদপুর	কচুয়া	চাঁপাতলী	১৩০	২৭৩	০১
(৮০)	চাঁদপুর	কচুয়া	উচিতগাবা	১৪৪	২৩৬	০১
(৮১)	চাঁদপুর	কচুয়া	সাতবাড়িয়া	১৪৬	২৩৯	০১
(৮২)	চাঁদপুর	কচুয়া	মাসনিগছা	১৫১	৩৪৪	০১
(৮৩)	চাঁদপুর	কচুয়া	বড়পাড়া	১৫৩	৫৪	০১
(৮৪)	চাঁদপুর	কচুয়া	চক্রা	১৬৩	৫০৩	০২
(৮৫)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	সেজমুড়া	২৩০	৬৪৪	০২
(৮৬)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	তুলাতলা	১৩৭	১৬৫	০১
(৮৭)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	আতুরা পাড়া	১৮১	৩৬৩	০১
(৮৮)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	যশমন্তপুর	২২৭	৪০	০১
(৮৯)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	বড়চাল	১৭৭	১৬৪	০১
(৯০)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	কাজিমুড়া	২৩৫	৭৩	০১
(৯১)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	তেলীনগর	৪২	১৭৭২	০৩
(৯২)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	মোহাম্মদপুর	২৮৩	৭২০	০১
(৯৩)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	দক্ষিণচাঁদপুর	২৬২	৭৮৩	০২
(৯৪)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	বড় কালীসিমা	২৪	১০৪৮	০২
(৯৫)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	কাশিমপুর	২৪৩	১০০	০১
(৯৬)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	আইসদানা	১২৮	২৪১	০১
(৯৭)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	সোনামুড়া	১৯১	২৮৬	০১
(৯৮)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	বাসুদেব	২৯৬	৪৬১	০১
(৯৯)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	খাগচাইল	৩০৭	৪১২	০১
(১০০)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	নাছিরনগর	বালিখোলা	১৬	১২৬৬	০৩
(১০১)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	নাছিরনগর	দক্ষিণদিয়া	১৮	৫৪৮	০২
(১০২)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	নাছিরনগর	দাঁত মন্ডল	৩৭	১১৬৯	০২
(১০৩)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	নাছিরনগর	ভোলাউক	৫৭	৩২৪	০১
(১০৪)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	নাছিরনগর	চিতলা	৭৪	৭৩৪	০২
(১০৫)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	নাছিরনগর	দৌলতপুর	৭৬	১১৮৮	০৩
(১০৬)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	বাঞ্ছারামপুর	আলিনগর	০৭	০১	০১
(১০৭)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	বাঞ্ছারামপুর	পূর্ব খন্ড চরজয়কালীপুর	০৯	৪৭	০১
(১০৮)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	বাঞ্ছারামপুর	দড়ি ভেলানগর	৫৩	৩৫৭	০১

কানিজ মওলা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ২১ অক্টোবর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৫/২০০২-১১৭৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম, পিতা মৃত আঃ জব্বার, মাতা মৃত হামিদা খাতুন, গ্রাম উচাখিলা, ডাকঘর উচাখিলা, উপজেলা ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা ময়মনসিংহ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার ৯নং উচাখিলা ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ১৯ নভেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৯১/২০১৩-১৬০২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ জামাল হোসেন, পিতা মৃত আবির হোসেন মোল্লা, মাতা হালিমা বেগম, দক্ষিণ খাইলকুর মুন্সীবাড়ী জামে মসজিদ রোড, ওয়ার্ড নং ৩৮, জোন-২, ডাকঘর জাতীয়

বিশ্ববিদ্যালয়, থানা জয়দেবপুর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর ৩৮ নং ওয়ার্ড এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ হেমায়েত উদ্দিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক প্রস্তাব

তারিখ, ২১ নভেম্বর ২০১৩

নং **০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.১০১.১২-১৪০৩**—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্য যুগ্মসচিব জনাব বিমল চন্দ্র দাস (পরিচিতি নম্বর ৪৫২০) অর্থ বিভাগের আওতাধীন ডিএমটিবিএফ প্রকল্পের অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন গত ১১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ সোমবার রাত ০৯.৩৫ টায় স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

২। প্রয়াত বিমল চন্দ্র দাস ০১ ডিসেম্বর ১৯৬২ খ্রি: ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম কম ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ খ্রি: তারিখ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ২৬ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখ উপসচিব এবং ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ডিএমটিবিএফ প্রকল্পের অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

৩। প্রয়াত বিমল চন্দ্র দাস দীর্ঘ চাকরি জীবনে একজন কর্তব্যপরায়ণ, নিষ্ঠাবান ও মিষ্টভাষী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রয়াত বিমল চন্দ্র দাস এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)

এডিবি-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ নভেম্বর ২০১৩

নং ০৯.৫১১.০২৪.০১.০১.০০৬.২০১৩-৩৫৭—এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)'র সঙ্গে æRailway Sector Investment Program–Tranche 3''-শীর্ষক ঋণ প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে Loan Negotiation-এর লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে প্রতিনিধি দল গঠন করা হল ঃ

দলনেতা

(১) জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ, যুগ্ম-সচিব (এডিবি), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব সুনীল চন্দ্র পাল, যুগ্ম-সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়

(৩) ড. সাঈদ হাসান শিকদার, যুগ্ম-প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(৪) জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দীন, উপ-সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

(৫) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, পরিচালক (উপ-সচিব), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

(৬) জনাব মোঃ হেলাল উদ্দীন, সিনিয়র সহকারী সচিব, অর্থ বিভাগ

(৭) জনাব মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম, প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে

(৮) জনাব আ, কা, মোঃ দিনারুল ইসলাম, উপ-সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

২। Loan Negotiation-এর তারিখ, সময় ও স্থান ঃ

তারিখ	সময়	স্থান
২৫-২৬ নভেম্বর ২০১৩	সকাল ৯:৩০ টা থেকে শুরু	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)'র বাংলাদেশ আবাসিক মিশন (বিআরএম), আগারগাঁও, ঢাকা।

৩। Loan Negotiation প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য যথাসময়ে লোন নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আ, কা, মোঃ দিনারুল ইসলাম
উপ-সচিব।